পরিবার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষাত লাভ করে

পারিবারিক প্রার্থনার মূল বিষয়বস্তু ও উৎস হচ্ছে খোদ পারিবারিক জীবন। *(পারিবারিক মিলন বন্ধন, ৫৯)*

"খ্রীষ্টীয় পরিবারই হল প্রার্থনার প্রথম শিক্ষালয়। বিবাহ সংস্কারের ভিত্তিতে স্থাপিত পরিবার একটি "গৃহ-মণ্ডলী", যেখানে ঈশ্বরের সন্তানেরা "মণ্ডলী হিসেবে" প্রার্থনা করতে এবং প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থাকতে শিখে। বিশেষভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাত্যহিক পারিবারিক প্রার্থনা হচ্ছে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবন্ত স্মৃতির সর্বপ্রথম সাক্ষ্য যা পবিত্র আত্মার সহিষ্ণুতায় উন্মেষিত হতে থাকে" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা,২৬৮৫)।

কিরণ বেদী দিল্লীর কারাগার-পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল। তিনি ভারতের সবচেয়ে বড় জেলখানা তিহার জেলে প্রথমবার পরিদর্শনে গেলেন। কয়েদীরা তাদের সামনে একজন মহিলা ইনস্পেকটরকে তাদের সামনে দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এক পর্যায়, তিনি রক্ষীদের থামিয়ে দিয়ে চারদিকে জড় হওয়া কারাবন্দীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি মনোযোগের সাথে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাদের চোখে এক ধরণের বদমেজাজী দৃষ্টি তিনি লক্ষ্য করলেন। তিনি খুব শান্তভাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি প্রার্থনা কর?" কেউ কোন উত্তর দিল না। বিচিত্র অপরাধ কর্মে অভ্যস্ত এ সকল দাগী আসামীর মনে জাগতে পারে, এ আবার কেমন প্রশ্ন? ইনস্পেকটর কিরণ বেদী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি প্রার্থনা কর?" অবশেষে একজন হাত তুলল। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা কর?" এ সময় তারা ঝটপট উত্তর দিল, "না"। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি প্রার্থনা করতে পছন্দ কর?"

"হ্যাঁ", তারা সবাই একসঙ্গে উত্তর দিল। তিনি একটা প্রার্থনা শুরু করলেন এবং তারা তার সাথে প্রার্থনায় যোগ দিল। তারা গাইল, "হে প্রভু, আমরা তোমার প্রশংসা করি"। এ ঘটনাটি তাদের মনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। পরবর্তীতে কিরণ বেদী তা স্মরণ করে বলেছিলেন, " প্রার্থনার এ ঘটনাটি আমাদের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস করতে সাহায্য করেছিল। আর প্রথমদিনে আপনাআপনি যে পরিবর্তনের বীজটি রোপিত হয়েছিল তার ফল আসতে শুরু করেছিল"।

এটাই হচ্ছে প্রার্থনার অলৌকিক ফল।

পারিবারিক প্রার্থনা এর সদস্যদের অন্তর উন্মুক্ত করে দেয়।

এবং তাদের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রবাহিত করে।

পারিবারিক প্রার্থনা তাদেরকে পরিবর্তিত করে।

প্রার্থনা তাদের পরস্পরের নিকট তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে;

পরিবার একে অন্যের চাহিদা উপলব্ধি করে।

অন্যায়সমূহ দূরীভুত হয়;

আঘাত ক্ষমা করা হয়;

অন্য যে কোন ক্ষমতা থেকে শ্রেষ্ঠ একটি ক্ষমতা তাদের সাহায্য করে।

ঐশ জীবন পরিবারে পল্লবিত হয়।

একটি অপরিচিত পরিবার সর্বোতভাবে তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং উদ্দীপনা একত্রে প্রার্থনায় লাভ করতে পারে যেমন একটি পরিবার নিম্নরূপ করে :

ঈশ্বর আমাদের পরিবারভুক্ত করেছেন
আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন
আমরা একজন আর একজনকে ভালবাসি
আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করি
আমরা একসঙ্গে কাজ করি
আমরা একত্রে প্রার্থনা করি
আমরা একত্রে উপাসনা করি
একসঙ্গে আমরা ঈশ্বরের বাণী কাজে লাগাই

একসঙ্গে আমরা খ্রীষ্টেতে বেড়ে উঠি
একসঙ্গে আমরা সকল মানুষকে ভালবাসি
একসঙ্গে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে পূজা করি
একসঙ্গে আমরা স্বর্গের প্রত্যাশায় থাকি
এগুলি হচ্ছে, আমাদের আশা ও আদর্শ
হে ঈশ্বর, এ সকল লাভ করতে আমাদের সাহায্য কর,
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে। আমেন।

এ আকাঙ্ক্ষাগুলো কি পূরণ হয়? হ্যাঁ, সত্যিই তা হয়। খ্রীষ্টের প্রতিনিধি পোপ দ্বিতীয় জন পল আশ্বস্ত করেছেন :

"এই আমূল পরিবর্তন (তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে) .... প্রার্থনা জীবনের মাধ্যমে এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পিতার সঙ্গে প্রার্থনাপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমেও" (পারিবারিক মিলন বন্ধন, ৫৯)।

পরিবারের উচিত একসঙ্গে প্রার্থনা করা

" তুমি কি প্রার্থনা কর?" যারা আমার সাথে দেখা করতে আসে, আমি প্রায়ই তাদেরকে এ প্রশ্ন করি। তারা বলে, "হ্যাঁ, ফাদার। আমরা প্রার্থনা করি। যেমন, ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করি"। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, " পারিবারিক ভাবে তুমি কি প্রার্থনা কর?" তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনকি কেউ কেউ বলে যে, যীশু আমাদের পারিবারিক ভাবে প্রার্থনা করতে বলেননি; বাস্তবিক অর্থে, তিনি আমাদের নিভৃতে প্রার্থনা করতে বলেছেন। বেশ তো, তাদের সকলের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলেন, **"পারিবারিক প্রার্থনা করা হয় সমবেতভাবে – স্বামী-স্ত্রী একত্রে, পিতামাতা ও ছেলেমেয়ে একসঙ্গে"। তার মতে, "প্রার্থনায় একতা/মিলন দীক্ষাস্নান ও বিবাহ সংস্কারগুলোরই প্রদত্ত একতা/ মিলনের স্বাভাবিক পরিণতি ও প্রয়োজন"।**

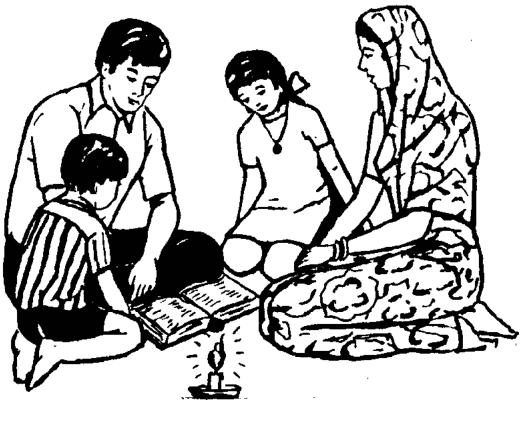

পোপ বলেন, সমবেতভাবে প্রার্থনা একজন খ্রীষ্টানের স্বভাবজাত। দীক্ষাস্নান লাভের পর, একজন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর একাকী থাকে না। গভীর সমুদ্রে অবস্থিত জন, মেরী, টম এবং মথি আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; তারা একে অন্যের সাথে আবদ্ধ। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। দীক্ষাস্নান লাভের পর আমরা এক দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে আমরা মস্তকরূপ খ্রীষ্টের সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠেছি। এ সত্য খ্রীষ্টীয় পরিবারে সর্বোচ্চ দৃশ্যমান। এই মিলন প্রকাশ পায় এবং অনুভূত হয় যখন আমরা পরিবার হিসেবে একত্রে প্রার্থনা করি। পরিবার হিসেবে একত্রে প্রার্থনার জন্য অন্তরের গভীরে কোন-কিছু স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশ্যে উচ্চরবে প্রশংসা এবং অনুনয় জানাতে আমাদের আহ্বান করে ।

পরিবার স্বর্গস্থ পিতার সমীপে প্রার্থনা করে

কয়েক বছর আগে এক নববর্ষের খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গের সময় কিছু নড়াচড়া আমার নজরে পড়ল। আমাদের ধর্মপল্লীতে নববর্ষের প্রথম দিনকে বলা হয় 'ছোট বড়দিন'। এটা কেন বলা হয়, তা আমার কাছে এখনও রহস্যময়। খ্রীষ্টের জন্মদিনকে বড়দিন বলা হয়, এটা আমি বুঝি। উভয় কারণ হতে পারে যে, ঐ তারিখে দিনটা লম্বা এবং আর একটা হচ্ছে যে, যীশুতে ঈশ্বরের মানবরূপে জন্মগ্রহণকে বিশাল গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বলা হয় বড়দিন। কিন্তু ছোট বড়দিন কেন? সম্ভবত:, দিনটির ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতায় উদ্‌যাপনের জন্য। আমাদের ধর্মপল্লীতে ছোট বড়দিন হচ্ছে, পরিবার দিবস। এই দিনটিতে গোটা পরিবার খ্রীষ্টযাগে যোগদান করে এবং সবাই মিলে পবিত্র কমুনিয়ন গ্রহণ করে। এদিন হচ্ছে পরিবারের একতা উদ্‌যাপনের দিন। এই ছোট বড়দিনের খ্রীষ্টযাগের মাঝামাঝি সময়ে মঙ্গল তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে গীর্জাভর্তি ভীড় ঠেলে আসছিল। তার সর্বকনিষ্ঠ বাচ্চাটি ছিল মায়ের কোলে,

তার বড়টি মঙ্গলের আঙ্গুল ধরে হাঁটছিল। ভীড়ের মাঝে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। সে দেখছিল শুধু পা আর পা। সে উপর দিকে তাকাল। তাঁর বাবা প্রার্থনায় মগ্ন ছিল আর মনে হচ্ছিল না যে, তাকে নিয়ে তার বাবার কোন মাথাব্যথা আছে। সে আবার তাকাল এবং ফিস ফিস করে ডাকল, "বাবা"। বাবা কিছুই শুনতে পেল না। তখন ছেলেটা বাবার শার্টের এক কোণা ধরে দু'বার টান দিল। এই বার তার বাবা নীচু হয়ে তার দিকে তাকাল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে এ ছোট ছেলেটা লাফ দিয়ে তার বাবার কাঁধে চড়ে বসে সবকিছু আর সবাইকে দেখতে লাগল।

আমার মনে পড়ে গেল মার্ক ৫:২৫ পদের কথা, যেখানে একটি রক্তস্রাবে-ভোগা স্ত্রীলোক শুধু যীশুর পোশাকটি স্পর্শ ক'রে সুস্থ হয়েছিল ।

কীভাবে একটি পরিবারের প্রার্থনা করা উচিত এটা তার একটি ভাল কল্পচিত্র। **পরিবারের এই বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সমবেত হতে হবে যে, পিতা নিশ্চিত তাদের প্রার্থনা শুনছেন এবং তাদের প্রার্থনায় সস্নেহে সাড়া দেবেন।** পিতার উপর এই আস্থাশীলতা প্রত্যেক প্রার্থনার কেন্দ্র, আর অধিকাংশ পারিবারিক প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু।

ফ্রান্সের নান্তেস শহরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী গাব্রিয়েলা বশ্যিস তার জীবদ্দশায় একদিন নিজের ভিতর একটি রহস্যময় কণ্ঠস্বর শুনতে লাগল, যার ফলে সে নিজের ভিতরে সশ্রদ্ধ ভীতি অনুভব করল এবং মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বরটি খ্রীষ্টের ব'লে তার মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে। ৬২ বছর বয়সে সে নিয়মিত এই কণ্ঠস্বর শুনতে শুরু করল। সে তার পাপস্বীকার শ্রোতা পুরোহিতের কাছে গিয়ে এই ঘটনা জানাল। পুরোহিত তাকে পরামর্শ দিলেন, সে যা যা শোনে সেগুলি যেন ধারাবাহিক ভাবে লিখে রাখে। তার ডায়রীতে লেখা সংক্ষিপ্ত লিপিগুলো হয়ে উঠল সবচেয়ে উদ্দীপনামূলক আধ্যাত্মিক রচনা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর তাকে যা বলেছিলেন, গাব্রিয়েলা বশ্যিস তার সংক্ষিপ্ত লিপিতে তা লিখেছিলেন যে, "আমার সঙ্গে সহজ-সাবলীল হও, ঠিক যেমনটি তুমি তোমার পরিবারের সঙ্গে থাক"।

পারিবারিক প্রার্থনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সহজ-সরল হওয়া এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা । বাবা যেমন তার সন্তানের প্রতি করেন, ঈশ্বরও তোমার সাথে তদ্রূপ সম্পর্কযুক্ত হতে যাচ্ছেন। এটা কোন সাদা-মাটা কথা নয়; ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকদের জিজ্ঞেস কর, তারা তোমাকে বলবে।

প্রার্থনার জন্য কঠিন শব্দ এবং জটিল চিন্তাধারা তোমার খুঁজে বের করার দরকার নেই। যীশু আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, কোন কিছু প্রয়োজনের কথা ভাববার আগেই, পিতা ভালভাবেই আমাদের চাহিদার বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানেন। ঈশ্বর তোমার কাছে যা চান, তা হচ্ছে, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা। তুমি তাঁকে বিশ্বাস কর কারণ তিনি তোমার প্রকৃত পিতা। তুমি তাঁর উপর আস্থাশীল কারণ তিনি তোমার সম্বন্ধে সবকিছু জানেন। তুমি তাঁর উপর আস্থা রাখ কারণ তিনি বাস্তবিকই তোমার যত্ন নেন।

পারিবারিক প্রার্থনা করা উচিত পরিবারের আসল প্রয়োজনকে সামনে রেখে

একদিন আমি একটি পরিবার সাক্ষাত করতে গেলাম। তারা আমাকে তাদের খাবার ঘরে বসতে দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, দেওয়ালে ঝুলানো একটি ছোট ক্রুশ যার নীচে ছোট নোটিশবোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো একটি কাগজে কিছু একটা লেখা। দেখলাম, লেখা আছে, " দয়া করে আমার জন্য প্রার্থনা করতে ভুলো না। আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি – ক্যাথরিন"। সুন্দর এ ধারণাটি নিয়ে আমি ঘরে ফিরে আসি। ঐদিন থেকে আমি ছোট টুকরো কাগজে আমার কাছে চাওয়া লোকদের প্রার্থনার বিষয় তাদের নামসহ লিখে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে শুরু করলাম। যখন আমি শোবার ঘরে আসি, তখন আমি এ সকল লোকদের স্মরণ করি এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করি।

আমরা সারাদিন একশো একটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকি। আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই, বিশেষ ক'রে বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনার সময়। পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের কথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সাথে তাদের প্রয়োজনের কথাগুলো মনে রাখা। তোমার আত্মীয়-পরিজনদের অসুস্থতা, তোমার সন্তানদের পরীক্ষা, বেকার বন্ধু, মদাশক্ত প্রতিবেশী, পরীক্ষায় সফলতা, পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের

মনে থাকে, তথাপি এসবের জন্য প্রার্থনা করতে ভুলে যাই। যদি তুমি প্রার্থনা না কর, হয়ত আর কেউ নেই এ সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করার কিংবা ছোট-বড় যত বিস্ময়কর বিষয়ের জন্য প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাবার, যা ঈশ্বর আমাদের জীবনকে পরিচালিত ক'রে চলেছেন।

আমাদের পরিবারগুলোর প্রকৃত অবস্থা কী ? সচরাচর এমনটা দেখা যায় :

১। পরিবারের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের নানাবিধ প্রয়োজন
২। পরিবারে পাপময়তা : সন্তানের পাপ পথে গমন, কোন সদস্যের মন্দ অভ্যাস ইত্যাদি
৩। পরিবারে সফলতা : পদোন্নতি, নতুন চাকুরি, পরীক্ষায় কৃতকার্যতা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি
৪। কাজ-কর্ম কিংবা অন্য কোন কারণে পরিবার থেকে অনেকে দূরে অবস্থান করে
৫। লোকেরা তোমার প্রতি ভাল কিংবা তারা তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে
৬। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, দীক্ষাস্নান, প্রথম কমূনিয়ন, হস্তার্পণ, বিবাহ ইত্যাদি।

এ সবই তোমার প্রার্থনার অংশ হওয়া উচিত। তখনই মাত্র প্রার্থনা তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যদের পরিবর্তনীয় ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে।

প্রতিটি পারিবারিক প্রার্থনাশেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে

সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ফাদার জন টি, কাতৈর "খ্রীষ্টফার বার্তা কণিকা" নামে একটি প্রকাশনা শুরু করলেন। এ প্রকাশনার নীতিবাক্য ছিল " অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে একটি মোমবাতি জ্বালানো শ্রেয়"। ক্ষুদ্র লিফলেটের শিরোনাম থেকে (খ্রীষ্টফার = খ্রীষ্টকে বহন করা), এই যাজকের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার ঃ খ্রীষ্টকে অন্যদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ফাদার কাতৈর একটি খ্রীষ্টান পত্রিকার মাধ্যমে ঈশ্বর কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগাচ্ছেন অন্যদের মঙ্গলসাধনে কিংবা অন্য কোন ভাবে তারা অন্যদের সংস্পর্শে আসছে –এ বিষয়ে লোকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন । অনেক পুরুষ এবং নারী তাদের অভিজ্ঞতা তার সাথে সহভাগিতা করেছিল। তিনি সে সকল অভিজ্ঞতার কথা "ঈশ্বর তোমাতে অতিশয় আনন্দিত হন" নামক পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। ডাঃ মেরী বেল পিনক, এম ডি -এর লেখা একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন, যেখানে ডাক্তার লিখেছিলেন :

"এরিক, আমার নাতি, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ছয় সপ্তা আগেই জন্মগ্রহণ করেছে। হাসপাতালে সে ১৯ দিন ছিল। তার জন্মের আট দিনের দিন আমি তার ছোট তুলতুলে শরীরটা প্রথমবারের মত দু'হাতে ধরেছিলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিভিন্ন ধরনের নল এবং যন্ত্রপাতি তার দেহে লাগানো ছিল । আমি ফিসফিসিয়ে তাকে বললাম, "এ পৃথিবীতে তোমার আগমনে আমি খুব খুশী। ঈশ্বর তোমাকে সবল হয়ে উঠতে সাহায্য করছেন, যাতে তুমি দেখতে পার, ছোটাছুটি করতে পার আর দিদিমার বাড়ীর উঠানে খরগোশের সঙ্গে খেলাধূলা করতে পার"। এ সময় তার সঙ্গে খুশীর কিছু কথাবার্তা বলা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি জানি, ছয় মাস পরে যখন এরিক আর আমি ঘরের আঙ্গিনায় তখন ঈশ্বর নিশ্চয় হাসছিলেন। একটা খরগোশ প্রায় এক বছর বয়সী এরিকের পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। আমি হেসে উঠলাম এবং এরিককে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলাম এবং ঈশ্বরকে আবার ধন্যবাদ দিলাম"।

আমাদের জীবনে সব-কিছু মন্দ নয়। **মনে মনে বিস্ময়ে ভাবি, যে বাতাস আমরা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছি, বাড়ী ফেরার জন্য যখন তুমি বাসে চড়ে বসলে, সাধারণ মানুষেরা তোমাকে তাদের সেবা দিয়েছে, প্রতিবেশী যারা হাসিমুখে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে, " কেমন আছেন?", সারাদিন স্ত্রী বাড়ীতে থেকে পরিবার দেখাশুনা করেছে এবং রান্নাবান্না ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, স্বামী পরিবারের জন্য উপার্জন করতে কাজে গিয়েছে, ছোট-বড় নানা উপায়ে মানুষ তোমার সংস্পর্শে এসেছে। এগুলি সে যথাযথ মাধ্যমসমূহ যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তোমার জীবনে প্রবেশ করেছেন।** এ বিষয়গুলো যদি না থাকত, আমাদের জীবন চলা অসম্ভব হয়ে পড়ত। যখন আমরা বুঝি যে, এ সকল ঘটনাসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ, আমাদের অন্তর উথাল-পাতাল করে/ হৃদয় আলোড়িত হয় এবং প্রার্থনাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় আমাদের অন্তরকে ঈশ্বরের সমীপে এবং চারপাশে ব্যক্তিবর্গের কাছে তুলে ধরি। যখন বাবা-মা প্রার্থনায় তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনে মানুষকে ও এ সকল

ঘটনাবলীকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণপূর্বক কৃতজ্ঞতার মূল্যবোধ ধারণ করে। ঈশ্বর তোমার পরিবারে জীবন্ত হয়ে উঠেন।

নিশ্চিত থাক যে, ঈশ্বর অন্যদের মাধ্যমে তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। যখন লোকের তোমার প্রতি আন্তরিক হয়, তোমার কাছে প্রকাশিত হবে ঈশ্বর কিভাবে তোমার প্রতি আন্তরিক। একটি পরিবারে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি :

সিমন ও সুমা বিয়ে করেছিল এবং তাদের দুটো ছোট কন্যাসন্তান ছিল। সিমন একটি প্রাইভেট হিসাবরক্ষণ ফার্মের একজন কেরানী। সুমা ঘটনাটি আমাকে বলেছিল। "একদিন আমার বড় মেয়ে এবং আমি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানা-ধরা। আমার এগারো বছরের মেয়েটা কিছু রান্নার চেষ্টা করছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরল : সে তার বুকে ব্যথা অনুভব করছিল এবং অস্বস্তি বোধ করছিল। রাত এগারোটার দিকে তা বেড়ে গেল। শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

নিকটস্থ হাসপাতাল প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে আর তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ ছিল না। সোজা কথায় আমরা ছিলাম নিরুপায়। প্রার্থনা করা ছাড়া, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব। আমি প্রার্থনা করলাম। ঠিক পাঁচ মিনিট পর, একটা ভ্যানরিক্সা আমাদের বাড়ীর সীমানায় প্রবেশ করল। রিক্সাটা ছিল আমার স্বামীর ভাইয়ের। এই পথে বাড়ী যাচ্ছিল, জল খাওয়ার জন্য সে এখানে এসে পড়েছিল। আমাদের অবস্থা দেখে, সে আমাদের সকলকে তার ভ্যানে তুলল এবং হাসপাতালে নিয়ে গেল। "আমার দেবরের আমাদের এখানে প্রবেশের কোন কারণ ছিল না এবং যে কেউ এতরাতে কারও বাড়ীতে প্রবেশের আগে একবার থেকে দুবার ভাববে। সে যদি না আসত, আমার স্বামীকে বাঁচানো কষ্ট হয়ে পড়ত। সে ঈশ্বরের দূত হয়ে আমাদের উদ্ধার করতে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল"।

ঈশ্বর ঐ ভাল পরিবারের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং একটি রিক্সা পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের মধ্যবর্তীতা সম্পন্ন হয় সর্বদা অন্য লোকদের মাধ্যমে। যখন আমরা তা উপলব্ধি করি তখন লোকদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে আমরা জানুপাত করি, যারা ঈশ্বরের ছোট-বড় নানা অনুগ্রহ নিয়ে আমাদের জীবনে এসেছে। **তোমার পারিবারিক প্রার্থনায় সে সকল লোকদের কথা ভুলে গেলে চলবে না, যারা আমাদের দৈনিক জীবনে সহায়তা করছে; তাদেরকে ঈশ্বরের সমীপে তুলে ধরতে হবে, তাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে আর পিতাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে যিনি স্বর্গে থেকে তোমার কথা ভাবেন।**

অনুতাপ এবং ক্ষমা

যেসকল আঘাত আমরা পেয়েছি এবং যে ব্যথা আমরা অন্তরে ব'য়ে চলি এবং যে বিদ্বেষের বীজ আমরা বুনি – এ সবের মধ্যে যুক্তিযুক্ত কিছু পার্থক্য আছে যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। এগুলো হচ্ছে সেই জানালা, যার মধ্য দিয়ে মন্দতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তোমার পরিবারের প্রাপ্য ঈশ্বরের অনুগ্রহগুলির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। একত্রে বসবাসকালে অনির্দিষ্টকাল ধরে দিনের পর দিন আমরা প্রতিকূলতা, ক্ষতি, এমনকি ঝগড়াঝাটির সম্মুখীন হই। আমরা প্রায় একে অন্যের কাজে বাধার সৃষ্টি করি। আর সেজন্য পরিবারকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে পরস্পরকে ক্ষমা করা এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

কেরালার এরনাকুলাম থেকে মার্টিন পি.এ. সাক্ষ্য দেন :

" চার ছেলেমেয়ে –একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে, স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের পরিবার পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্কে এক পরিবার। বাড়ীতে প্রার্থনা করা আমাদের পারিবারিক একটি ঐতিহ্য যা পিতামাতার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। আমাদের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, যে কাজের মধ্যে থাকি না কেন, আমরা সবকিছু ছেড়ে নিয়মিত প্রার্থনার জন্য সমবেত হই। একদিন হল কী, আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে চরম আকারে অবনিবনা হল। আমরা মীমাংসায় আসতে পারছিলাম না। মনে হল, সমস্যাটা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরস্পরের সাথে কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ। আমরা পৃথক ঘুমাতে থাকলাম। সে মেঝেতে ঘুমাত যা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমাদের পরিবারে এক ধরনের গুমোট পরিবেশের সৃষ্টি হল। প্রায়ই পারিবারিক প্রার্থনার সময় আমি চুপিসারে অন্যত্র চলে যেতাম; তার সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। অবশ্যই এটা আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরকে

অন্য কোন কিছুর চেয়ে ব্যথিত করত। একদিন, প্রার্থনা শেষ হয়েছে ভেবে, আমি ঘরে ফিরছিলাম। যখন আমি উঠান পর্যন্ত আসলাম, আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রার্থনা এখনও শেষ হয়নি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং কান খাড়া ক'রে প্রার্থনা শুনতে চেষ্টা করলাম। আমার পনেরো বছরের কন্যাটি জোরে জোরে প্রার্থনা করছিল। সে প্রার্থনায় বলছিল, " প্রভু, আমার মা এবং বাবাকে ক্ষমা কর। তুমি জান তারা পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কারণ যা-ই হোক না কেন, প্রভুগো, তোমায় মিনতি জানাই প্রভু, তুমি তাদের জীবনে মধ্যবর্তী হও এবং তাদেরকে মিল ক'রে দাও"। গভীর এক অন্তর্বেদনা আমাকে অশান্ত ক'রে তুলল। আমার চোখে জল এসে গেল। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম। তার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে আমাকে সে জড়িয়ে ধরল। সেও কাঁদছিল। সে বলল, "আমি দুঃখিত, সম্পূর্ণ দোষ আমার।" আমি বললাম, " তা হতে পারে না, আমার দোষই বেশী"। সাড়ে তিন মাস পরে আমরা সেই রাতে এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে আলাপ করলাম। এটা আমাদের পরস্পরকে আরও বেশী কাছে নিয়ে এসেছিল।

সবকিছুর মধ্যে মার্টিন বলেছিল, একটা বিষয় আমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল – প্রার্থনা, যা তার কন্যা তার বাবা-মার জন্য করেছিল। এটা স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে অন্তরে অন্তরে সাধাসিধে আলাপ। **ছেলেমেয়েরা বাবা-মার পুনর্মিলনের জন্য প্রার্থনা করে, বাবা-মা ছেলেমেয়ের পাপের পথ পরিহার করার জন্য প্রার্থনা করেন, এ সবই ঈশ্বরকে অত্যন্ত খুশী করে।** বাস্তবে এটা পুনর্মিলন সংস্কারের একটি বিস্তার যা এখানে ঘটেছিল।

পারিবারিক প্রার্থনাকে অর্থবহ ও সৃজনশীল কর

অনেক পরিবারে প্রার্থনা করার অভ্যাস আছে। কিন্তু অনেক সময়, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে পালিয়ে থাকে কিংবা আগ্রহ নিয়ে বা মন থেকে অংশগ্রহণ করে না। ছোটরা যন্ত্রের মত, হয় তাদের বাবা-মার ভয়ে কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনায় যোগ দেয়। এর একটি কারণ হচ্ছে , একঘেয়েমী এবং ক্লান্তিকর অবস্থা। একই প্রার্থনা দিনের পর দিন যন্ত্রের ন্যায় পুনরাবৃত্তি বস্তুত: ক্লান্তিকর। এই যন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনা দ্বারা কেউ পরিবর্তিত বা উপকৃত হয় না। এজন্য এ অধ্যায়ের শুরুতে আমি উল্লেখ করেছিলাম, পারিবারিক প্রার্থনা পরিবারের বাস্তব অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে হতে হবে। মার্টিনের উপরোক্ত সাক্ষ্যে, যদি তারা শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তিমূলক প্রার্থনানির্ভর হত, সম্ভবতঃ তার কন্যা খোলামেলা প্রার্থনা করতে সাহস পেত না। একটি পারিবারিক প্রার্থনা আকর্ষণীয় ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে যদি কেউ প্রার্থনা প্রস্তুতিতে সামান্য যত্নশীল হয়। একজন খ্রীষ্টীয় পরিবারবিষয়ক অভিজ্ঞ পরামর্শক নিচের পরামর্শগুলো দিয়েছেন ঃ

১। বাড়ীতে খাবার টেবিলের কাছাকাছি একটি নোটিশ বোর্ডের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে পরিবারের সদস্যরা "তোমাকে ধন্যবাদ" সংক্রান্ত বিষয় কিংবা অন্য কোন বিষয়ে লিখতে পারে এবং সেজন্য তারা প্রার্থনা করতে চায়। তারপর দুপুরের খাবার সময় তালিকা নিয়ে উদ্দেশ্যভিত্তিক পারিবারিক প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে, যেমন : "এ সকল উদ্দেশ্যের জন্য আমরা সকলে প্রার্থনা করছি", (বা) " এ সকল বিষয়গুলোর জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই"।

২। বিশ্ব চাহিদার প্রেক্ষাপটে তোমার পরিবারের সচেতনতার পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থানীয়, জাতীয় কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর খবরের শিরোনাম খবরের কাগজ থেকে কেটে ফ্রিজের গায়ে আটকিয়ে রাখা যায়।

৩। তোমার পরিবারের নিজস্ব একটি পারিবারিক প্রার্থনা বই তৈরী কর, সেখানে পরম্পরাগত প্রার্থনার পাশাপাশি মৌলিক প্রার্থনাগুলো অন্তর্ভুক্ত কর।

৪। তোমার নিজের প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু করতে ভীত হইও না। কোন কোন পরিবারে জন্মদিন অনুষ্ঠানে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান যুক্ত করে, তাদের দীক্ষাস্নানের মোমাবাতি জ্বালিয়ে তাদের দীক্ষাস্নানের কথা স্মরণ করে।

৫। মণ্ডলীর উপাসনা বর্ষের সাথে সমন্বয় কর। আগমনকাল ও প্রায়শ্চিত্তকাল হচ্ছে প্রার্থনা বেছে নেওয়ার এবং প্রার্থনা ব্যবহারের উৎকৃষ্ট সময়। উদাহরণস্বরূপ, আগমন মালা কিংবা প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রার্থনাসমূহ।

৬। যে কোন একজনকে আগে থেকেই প্রার্থনা

আয়োজনের দায়িত্ব প্রদান করা হোক। সৃজনশীল এবং ঘোষণার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা থাকবে।

এই অধ্যায় তিনটি প্রার্থনা দিয়ে সমাপ্তি টানছি। সম্ভব হলে, তুমি বড় ক'রে লিখে তোমার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পার। প্রার্থনাগুলি পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়। উপরন্তু, তুমি বা তোমার সন্তানেরা এগুলি দেখবে, এটা তোমাকে মূল্যবোধগুলি মনে করিয়ে দেবে, যেগুলির প্রতি তোমার জীবন নিবেদন করেছ।

পিতামাতার জন্য প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমাদের পিতা,
আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই,
তোমার দান আমার সন্তানদের জন্য,
পিতামাতা হওয়ার সুযোগ ও দায়িত্ব প্রদানের জন্য,
এ হচ্ছে আমার পুণ্য লাভের পথ।
তোমার প্রেম এবং আমাতে তোমার আস্থার সুন্দর নিদর্শনের একটি পবিত্র অঙ্গীকার হিসেবে
আমি যেন আমার প্রত্যেক সন্তানকে মর্যাদা দিতে পারি।
আমাদের মহা সম্পদ –
বিশ্বাস তোমার অটল আনুগত্যে, আশা তোমার অনুগ্রহে,
প্রেম তোমার নামে সকলের জন্য,
আমার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সাহায্য কর।
আমার সন্তানদের তোমার প্রেমময় যত্নে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি।
যে কোন উগ্রতা কিংবা ক্ষমাশীলতার দৈন্যতা আমার গৃহ থেকে বিতাড়িত কর।
আমাদের অবকাশ, গভীর ব্যাকুলতা এবং
একে অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকারের অনুভূতি জাগাও।
আমাদের শিক্ষা দাও,
আমরা যেন কখনও লজ্জাবোধ না করি যে,
পরিচয়ে ও বাস্তবে আমরা একটি কাথলিক পরিবার
যীশুর পথে থাকতে কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি,
যিনি আমাদের বাড়ীর প্রধান।
সারাজীবন আমাদের একতাবদ্ধ রাখতে পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান কর
এবং আমাদের প্রভু, তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে আমাদের পরিবারবেষ্টনী অখণ্ড রাখ। আমেন।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

প্রভু যীশু, বর প্রদান কর যে, আমার স্বামী/স্ত্রী এবং আমি যেন খাঁটি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় একে অন্যকে ভালবাসতে পারি। আরও অনুগ্রহ দান কর, আমরা দু'জনই যেন বিশ্বাস ও আনুগত্যে পরিপূর্ণ হতে পারি। কৃপা কর, আমরা যেন শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারি। সর্বদা একে অন্যের দুর্বলতা সহ্য করা এবং পরস্পরের ব্যর্থতা থেকে বিকশিত হতে কৃপা দান কর। আরও দান কর ধৈর্য, মহানুভবতা, প্রফুল্লতা এবং পরস্পরের কল্যাণে এগিয়ে চলার শক্তি। প্রতি বছরান্তে আমাদের ভালবাসা বিকশিত ও পরিপক্ক কর, যে ভালবাসায় আমরা মিলিত হয়েছি। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে আজীবন ঘনিষ্ঠতায় তোমার কাছে আমাদের উভয়কে নিয়ে চল। আমাদের ভালবাসাকে পূর্ণতা দান কর। আমেন।

পিতামাতার জন্য ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা (১)

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করতে তুমি আমদের আজ্ঞা দিয়েছ। তোমার প্রেমময় দয়ায় আমার বাবা-মার জন্য আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। তাদেরকে দীর্ঘজীবি কর এবং দেহ ও মনে সুস্থ রাখ। তাদের শ্রমকে আশীর্বাদ কর; তাদেরকে সর্বদা তোমার আশ্রয়ে রাখ। আমাকে স্নেহশীল প্রতিপালনের জন্য তাদেরকে প্রচুর আশীর্বাদ কর। তোমার কৃপার মাধ্যমে, আমি যেন তাদের অবলম্বন হতে পারি এবং সন্তুষ্ট রাখতে পারি, এবং তদ্রূপ, পৃথিবীতে একত্রে জীবনযাপনের পর, আমরা যেন চিরকাল তোমার প্রশংসা করার আনন্দ লাভ করতে পারি। আমেন।

(১) প্রার্থনাটি অজ্ঞাত লেখকের লেখা থেকে গৃহীত।

> **"মাতাগণ, আপনারা কি আপনাদের ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা শেখান ? ....আর আপনারা পিতাগণ, আপনাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে, সমস্ত পরিবারের সঙ্গে মিলে সময় সময় প্রার্থনা করেন কি ?"** *–পোপ ৬ষ্ঠ পল।*